খবরে প্রতিবাদ

www.khabarepratibad.com

Khabare Pratibad ● Agartala ● 3 rd Year ● Issue - 78 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 13 February, 2026 ● ৩০ মাঘ, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোনঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্যঃ ৩ টাকা ● Page 4

জনজাতি অংশের ভাই বোনদের প্রকৃত উন্নয়ন ছাড়া এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়া সম্ভব নয়: মুখ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি।। জনজাতি অংশের ভাই বোনদের প্রকৃত উন্নয়ন ছাড়া এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়া সম্ভব নয়। রাজ্যের সার্বিক অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে জনজাতি জনপদের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে। বর্তমান রাজ্য সরকার সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে 'মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশ যোজনা'র অধীনে সুবিধাভোগীদের সাথে মতবিনিময় ও আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনজাতি অংশের মানুষের উন্নয়ন রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। তাদের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশ যোজনা চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জনজাতি পরিবারগুলিকে পশুপালন সহ বিভিন্ন জীবিকামুখী কর্মকান্ডে উৎসাহিত করে আয় বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যের বর্তমান সরকার জনজাতিদের উন্নয়নে অত্যন্ত আন্তরিক। তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, পরম্পরার উৎকর্ষ সাধনে বর্তমান রাজ্য সরকার কাজ করে চলেছে। বিগত দিনের অভিজ্ঞতার কথাও ত্রিপুরার মানুষের রয়েছে। বিগত দিনে এই চিত্র লক্ষ্য করা যেতনা। বর্তমান সরকার শুধু কথায় নয়, কাজের মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণ করতে জানে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে দীর্ঘ ২৩ বছরের রিয়াং শরণার্থী সমস্যা সমাধানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সরকার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের পুনর্বাসন তথা আর্থিক অবস্থার উন্নয়নেরও উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে।তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশ যোজনায় প্রতিটি যোগ্য পরিবারকে এককালীন ২৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৯ হাজার ৭৭৯ জন জনজাতি সুবিধাভোগী এই সহায়তা পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার জনজাতি অংশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং তাদের মর্য্যাদা বাড়াতে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। রাজ্যের তথা কেন্দ্রের উন্নয়নের বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জনজাতি এলাকার উন্নয়নে ব্যয় করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জনজাতিদের কল্যাণে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন, মহিলা বয়নশিল্পীদের বিনামূল্যে সুতা প্রদান, একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন, জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য নতুন হোস্টেল নির্মাণ, বৃত্তির অর্থ বৃদ্ধি, জনজাতি এলাকায় যোগাযোগের সম্প্রসারণ, আগরতলা বিমানবন্দরের নাম মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের নামে নামাঙ্কিতকরণ, গড়িয়া পূজা উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটি বৃদ্ধি, জনজাতি সমাজপতিদের ভাতা বৃদ্ধি করা, প্রি-মেট্রিক বৃত্তি বাড়ানো, আগরতলার জিরো পয়েন্টে মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন, বড়মুড়া, আঠারোমুড়া, গন্ডাছড়ার নাম পরিবর্তন করে যথাক্রম হাতাইকতর, হাচুকবেরেম, গন্ডাতুইসা রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় বসবাসকারী ১৯টি জনজাতিগোষ্ঠীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রাজ্যের গর্ব। বাঙালী, মনিপুরি, সংখ্যালঘু সবার সংস্কৃতি রক্ষায় এবং সম্মান জানাতে এই সরকার আন্তরিক। ভারতের মানচিত্রে ত্রিপুরা বর্তমানে সমস্ত ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল স্থানে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সবার মিলিত প্রয়াসে নতুন এবং উন্নয়নমুখী ত্রিপুরা গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়টি এখনো বিচারাধীন, কিন্তু তা নিয়ে এখন বিভ্রান্ত ছড়ানোর হচ্ছে : মুখ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি।। ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়টি বিচারাধীনে রয়েছে।কিন্তু তাঁদের তরফ থেকে তা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নাম না করে তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডঃ মানিক সাহা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারের তরফ থেকে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে কোনো গাফিলতি বা অনীহা ছিল না। ২০১৬ সাল থেকেই ভিসি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি এবং কেন তা হয়নি সেই কারণ সংশ্লিষ্ট সকলেরই জানা রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে অযথা ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও জানান, ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে তিপরা মথা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। এই মামলা এখনো বিচারাধীন রয়েছে। অথচ এডিসি ভোটের সাথেই ভিলেজ কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে একটি বিভ্রান্তিকর প্রচার চালানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, দেশের সর্বোচ্চ আদালত সরকারের নিকট জানতে চেয়েছে যে এডিসি ভোটের সাথেই ভিলেজ কমিটির নির্বাচন একসঙ্গে করা সম্ভব হবে কিনা। বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর্যায়ে পৌঁছায়নি। প্রসঙ্গত, গতকাল তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্ট করে দাবি করেন, আসন্ন এডিসি ভোটের সাথেই ভিলেজ কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই দাবির প্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সাথে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শীঘ্রই রাজ্যে হিন্দি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই ত্রিপুরা সফরে আসবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

উত্তরপূর্বাঞ্চলে যে পরিমাণ অবকাঠামোগত অগ্রগতি হয়েছে তা দেশের উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত : সাংসদ রাজীব

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারী: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উত্তর-পূর্ব ভারতে যে পরিমাণ অবকাঠামোগত অগ্রগতি হয়েছে তা দেশের উন্নয়নের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। আজ রাজ্যসভায় ২০২৬---২৭ অর্থবছরের বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নয়নের কথা তুলে ধরলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। বক্তব্যে তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেল ও সড়ক সংযোগ শক্তিশালী হওয়ায় বাণিজ্য, পর্যটন এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত অনেক সহজ হয়েছে। বিশেষ করে কৌশলগত গুরুত্বসম্পন্ন 'চিকেন নেক' এলাকা নিয়ে যারা প্রশ্ন তোলে, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আজ ভারত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র এবং দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থা আগের তুলনায় অনেক বেশি মজবুত। এদিন তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাস্তবে গরিবদের জন্য কাজ করেছেন। নয় বছরে প্রধানমন্ত্রী দেশের ২৫ কোটি গরীবদের পরিবারগুলোকে গরিবি থেকে মুক্তু দিয়েছেন। বিরোধীদের সমালোচনার জবাবে সাংসদ বলেন, বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে হলে ত্রিপুরায় এসে উন্নয়ন নিজের চোখে দেখে যাওয়া উচিত। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, প্রয়োজনে উন্নয়নের চশমাও তিনি দিতে প্রস্তুত। মোদী সরকারের আমলে হওয়া কাজ বাস্তবে দেখলেই সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে।

ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিলে অংশ নেওয়ার অপরাধে যুব নেতার ওপর হামলা, হাসপাতালে ভর্তি

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি।। আজ দেশব্যাপী ধর্মঘটের সমর্থনে সকালে জিরানীয়া মহকুমার শচীন্দ্রনগর এলাকায় একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। অভিযোগ, ওই মিছিলে অংশ নেওয়ার অপরাধে বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্তরা যুব নেতা বাবুল দেবনাথের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়।তাতে গুরুতর আহত হয়েছে তিনি। বর্তমানে তিনি জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছেন। জানা গিয়েছে, জিরানীয়া মহকুমার শচীন্দ্রনগর এলাকায় নিজের বাড়িতে প্রবেশ করার সময় বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্তরা যুব নেতা বাবুল দেবনাথের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। হামলার পর গুরুতর আহত অবস্থায় বিপ্লব দেবনাথকে প্রথমে মান্দাই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। তবে আঘাতের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে দ্রুত আগরতলার জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এদিকে, জিবি হাসপাতালে আহত যুব নেতাকে ভর্তি করার খবর পেয়ে সিআইটিইউ রাজ্য সম্পাদক তপন দাস সেখানে পৌঁছে আহত কর্মী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি তিনি কর্তব্যরত চিকিৎসকদের সঙ্গে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে খোঁজখবর নেন। বর্তমানে বিপ্লব দেবনাথ জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বিশালগড়ে বনধ বিফল, পাল্টা হামলার শিকার পার্টি অফিস

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি।। বনধ এর প্রভাব থেকে বিশালগড় কে মুক্ত রাখতে সকাল থেকেই সজাগ ছিল বিজেপির কর্মীরা। সেই নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তবে শুধু বনধ বাঞ্চাল নয়, এর বাইরে ও দীর্ঘ দিন এর জমানো ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বামেদের পার্টি অফিসে আবারো হামলা চালানোর ও পরিকল্পনা ছিল। সেটা যদিও ঠাহর করতে পেরেছিলেন বিরোধী শিবির। বৃহস্পতিবার বামেদের ডাকা বনধ এর সমরথনে বিশালগড়ে ও সকালে পিকেটিং করার কথা ছিল বামেদের। কিন্তু তা আর করে উঠা হয়নি। এর আগেই বিজেপি দলীয় কিছু লোক পার্টি অফিসের সামনে এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। সিসি ক্যামেরায় সেই চিত্র ধরা পরেছে। এর পরই গোটা ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন সিপিআইএম বিশালগড় মহকুমা কমিটির সম্পাদক পার্থ প্রতিম মজুমদার। উনি অভিযোগ করে বলেন, বিজেপির এটা পুরনো নীতি। এসব নতুন কোন বিষয় নয় তাদের জন্যে। শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ সম্বলিত দাবী পুরণের জন্যে কেন্দ্র সরকারের উপ্র চাপ বাড়াতে বামেরা তথা সমস্ত শ্রমজীবী অংশের মানুষ যে বনধ কে আহ্বান করেছে তা বাঞ্চাল করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে বিজেপি। ততসঙ্গে এদিন তারা পার্টি অফিসের পেছনের দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা অব্দি করেছে। ইট পাটকেল নিয়ে ঢিল ছোড়া হয়েছে পার্টি অফিসের দিকে। পুলিশ সামনে দাড়িয়ে থেকেও কিছুই করেনি বলেও অভিযোগ করেন তিনি। উনি বলেন,বিজেপি আশ্রিত বাইক বাহিনী আবারো স্বক্রিয় করে এদিন এই অপকান্ড সংগঠিত করেছে। সার্বিক ভাবে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন সম্পাদক পার্থ প্রতিম মজুমদার।

বিজেপির অন্তঃকলহের জেরে আক্রান্ত প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি রাজকুমার

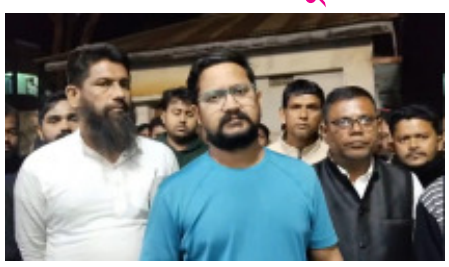

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি।। চড়িলামে বিজেপির দুই যুব নেতার ঠাণ্ডা লড়াই এখন আর ঠাণ্ডা অবস্থায় নেই। বরং দিন যত গড়াচ্ছে ততই যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। আড়ালে আবডালে যুদ্ধ নয়, এবার প্রকাশ্যে প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি কে আক্রমনের অভিযোগ উঠেছে বর্তমান মণ্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে। আক্রান্ত চড়িলাম মণ্ডল এর প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি রাজকুমার দেবনাথ নিজেই ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে এই অভিযোগ জানিয়েছেন। সঙ্গে অভিযুক্ত বর্তমান মণ্ডল সভাপতি তাপস দাসের বিরুদ্ধে থানায় মামলা ও করেছেন। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার জিলা পরিষদের দায়িত্বে থাকা রাজকুমার দেবনাথ যিনি কিনা চড়িলাম এর প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি ও ছিলেন উনি যে কোনো একটি কাজে আরডি বিভাগের অফিসে যান। সেখানেই নাকি আচমকা ১৫-২০ জন যুবক কে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে পরেন বর্তমান মণ্ডল সভাপতি তাপস দাস। উনি কোনো কারণ ছারাই রাজকুমার কে অফিস থেকে বেড়িয়ে যেতে হুমকি দেন এবং তার পরক্ষনেই দল বল নিয়ে তার উপর হামলা চালান। অভিযোগ তাপস দাস তার মাথায় আঘাত করেছেন। অবশেষে কোনো ক্রমে প্রান বাচিয়ে রাজকুমার বিশালগড় থানার দ্বারস্থ হন। বিষয়টি নিয়ে লিখিত ভাবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন রাজকুমার দেবনাথ। মোট তিন জনের বিরুদ্ধে এদিন মামলা করেছেন বলে জানান উনি। তার মধ্যে রয়েছে কুখ্যাত আনোয়ার হোসেন নামের এক বিজেপি নামধারী মাফিয়া। ঘটনার পর ম্যাডিকেল ও করানো হয়েছে উনাকে। এছারাও উনার হাতের একটি ব্রেসলেট ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন উনি। উল্লেখ্য, এর আগেও রাজকুমার পক্ষের এক যুবক কে সিপাহীজলা মূল ফটকের সম্মুখে অতর্কিত ভাবে হামলা চালিয়ে আহত করার অভিযোগ ছিল তাপস পক্ষের বিরুদ্ধে। তখন ও এই নিয়ে বিশালগড় থানায় অভিযোগ জানানো হয়। কিন্তু কোনো এক অজানা কারনে এই অভিযোগ আজো ফাইল বন্দি অবস্থায় পরে আছে। এদিকে চড়িলাম সহ গোটা বিশালগড় মহকুমা জুড়ে গুঞ্জন রয়েছে যে মণ্ডলের দায়িত্বে তাপস দাস সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই নাকি এই দুই পক্ষের গোষ্ঠী কোন্দল চলছে। গোটা ঘটনা নিয়ে খবর লেখা অব্দি মণ্ডল সভাপতি তাপস দাসের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

চোরের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ সেকেরকোট, নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি।। সেকেরকোট এলাকায় চোরের উপদ্রব বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে ,আতংকিত সাধারণ মানুষ। জানা গেছে আমতলী থানার অন্তর্গত গোটা সেকেরকোট এলাকায় ইতিমধ্যেই বেড়েছে চুরির ঘটনা। চোরের দল সুযোগ বুঝে দোকান পাট সহ মানুষের বাড়িঘরে থাবা বসাচ্ছে। আর এতে করে সর্বশান্ত হচ্ছে মানুষ। এই কয়েকদিনে সেকেরকোট এলাকায় একাধিক চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তবে আমতলী থানার পুলিশ একটি ঘটনারও কূল কিনারা করতে পারেনি বলেই অভিযোগ। জানা গেছে বুধবার গভীর রাতে সেকেরকোট পশ্চিম পাড়ার অজিত দাসের বাড়ি থেকে দরজা ভেঙে চারটি বড় ছাগল নিয়ে যায় চুরের দল। অভিযোগ সেদিন গভীর রাতে চুরের দল গাড়ি করে এসে অজিত দাসের বাড়িতে প্রবেশ করে প্রথমেই উনার বসত ঘরের দরজা বাইরে থেকে আটকে উনার ছাগল ঘরের দরজা ভেঙে ছাগল গুলি গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। পালিয়ে যাওয়ার সময় বাড়ির মালিক অজিত দাস সহ উনার স্ত্রী ঘর থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করলে দেখতে পান দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। কোনরকম ভাবে দরজা খুলে ছাগল ঘরের দিকে নজর যেতেই চুরির ঘটনটি নজরে আসে। পরে তারা চোর বলে চিকিৎসা শুরু করলে আশেপাশের বাড়িঘরের লোকজন ছুটে আসে। আমতলী থানায় খবর দিলে পুলিশ ছুটে এসে চুরের গতিবিধি দেখতে সিসিটিভি ফুটের চেক করে। এই ঘটনায় অজিত দাসের স্ত্রী সাংবাদিকদের বিস্তারিত তথ্য জানাতে গিয়ে চোর চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানান। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন আগেও সেকেরকোট বাজারে চুরির ঘটনা ঘটে।এইভাবে একের পর এক চুরির ঘটনার ফলে এলাকার মানুষের মধ্যে আতংক বিরাজ করছে এবং পুলিশের টহলদারি বৃদ্ধির দাবি উঠছে।

প্যারাকুয়েট বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত ছেলের চিকিৎসার জন্য প্রতিমা দাসকে ১ লক্ষ টাকা সহায়তার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি।। আইনের উর্দগিয়ে সরকার কোন কিছু করতে চায় না। স্বচ্ছতার সঙ্গে মানুষকে সহায়তা করার মধ্য দিয়েই রাজ্য সরকার এগিয়ে যেতে চায়। স্বাস্থ্য পরিষেবায় বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে উন্নত পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। বিশেষ প্রয়োজনে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণের আগে রাজ্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়াও প্রয়োজন। একান্ত প্রয়োজন না হলে রাজ্যের বাইরে গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণের প্রবনতা কমাতে হবে। আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুর ৬৩-তম পর্বে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চিকিৎসা সহায়তা ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি বাসভবন আসা মানুষের সাথে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসা জনিত ও অন্যান্য সাহায্য প্রার্থী মানুষের সমস্যার কথা শুনেন এবং তাদের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেন।

গন্ডাতুইসা মহকুমার মায়াকুমার পাড়া থেকে আর্থিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল খগেশ্বর ত্রিপুরা এসেছেন তার স্ত্রীর জটিল মানসিক রোগের চিকিৎসার সহায়তার জন্য। অর্থের অভাবে খগেশ্বর ত্রিপুরার স্ত্রীর চিকিৎসা সম্ভব হচ্ছিলনা। মুখ্যমন্ত্রী খগেশ্বর ত্রিপুরার কথা শুনে তার স্ত্রীকে কাউন্সিলিং-এর মাধ্যমে উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন এবং খগেশ্বর ত্রিপুরাকে আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দেন। ধলাই জেলার সালেমা ব্লকের ডাবপাড়া থেকে আরতি নমঃ স্বামীর ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার সহায়তায় এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমার জলাবাসার সুলেখা দাস স্বামীর ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের কথা শুনে সাথে সাথে অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারকে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন এবং সুলেখা দাসের আবেদনের ভিত্তিতে তাঁর ছেলের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন। আগরতলার পূর্ব প্রতাপগড় থেকে প্রতিমা দাস এসেছেন ছেলের প্যারাকুয়েট বিষক্রিয়া জনিত কারণে জটিল রোগের চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিমা দাসের কথা শুনে সাথে সাথে ছেলের চিকিৎসার জন্য ১ লক্ষ টাকা সহায়তার আশ্বাস দেন। এছাড়া আগরতলার রণজিৎনগর থেকে প্রাণেশ রায় ছেলের জটিল রোগের চিকিৎসা সহায়তায় ও বিদ্যাসাগর পাড়া থেকে বাপন সাহা নিজের কিডনিজনিত রোগের চিকিৎসার সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য প্রত্যাশা করেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা তাদের কথা শুনে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের দ্রুত বিনামূল্যে তাদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রি দেববর্মা, অটলবিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শিরমনি দেববর্মা, জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. বিধান গোস্বামী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদকীয়

৩ বর্ষ, শুক্রবার, ৩০ মাঘ, ১৪৩২ বাংলা

বন্দে মাতরম বলা যাবে না, কিন্তু ভারত মাতা কি জয় বলে সন্ত্রাস চালানো যাবে

কেন্দ্র সরকারের শীতকালীন রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হতে যাচ্ছে আগামী ১লা ডিসেম্বর থেকে। তার আগে প্রতিবারের মতোই সচিবালয়ের পক্ষ থেকে অধিবেশনের কিছু নিয়মাবলী নিয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যার মধ্যে কিভাবে সাংসদ রা তাদের তথ্য পেশ করবেন, কোন দিকে তাকিয়ে কথা বলবেন ইত্যাদি নানা বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এবারের বিজ্ঞপ্তি বিশেষ ভাবে নজর কেড়েছে এবং সমালোচনার পাত্র হয়ে উঠেছে। তার কারণ এবারের অধিবেশনে ' বন্দে মাতরম ' এবং ' জয় হিন্দ' এর মতো শ্লোগান গুলো কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সরকার পক্ষের দাবি এই শব্দগুলো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য ও মাহাত্ম্য বহন করে। তাই অকারণে যে কোনো বক্তব্যের শেষেই এই ধরণের শ্লোগান এর গুরুত্ব কে কম করে এবং অধিবেশনের সময় নষ্ট করে। উল্লেখ্য, এবছরই কেন্দ্র সরকার ঘটা করে ' বন্দে মাতরম' এর ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করেছে। আর সেই সরকারই যখন এধরণের বিজ্ঞপ্তি জারি করছে তখন স্বাভাবিক ভাবেই তা তাদের মানসিকতা কে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে ফেলছে। আর তাই এই নির্দেশনা কে তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানিয়ে বিজেপি কে ব্রিটিশ সুলভ মানসিকতা পোষনের আখ্যা দিয়েছেন। ব্রিটিশ রাও একসময় এই শ্লোগান গুলো সহ্য করতে পারতো না। আজ বিজেপির ও একই অবস্থা। এমনটাই বক্তব্য বিরোধী শিবিরের। অন্যদিকে আরো একটা প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারছে, রাজ্য সহ দেশব্যাপী যেখানেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে এবং তার সাথে বিজেপির নাম জুড়ে দেওয়া হচ্ছে সেই সর্ব ক্ষেত্রেই দুর্বৃত্তদের মুখে শোনা যাচ্ছে ' ভারত মাতা কি জয় ' কিংবা ' জয় শ্রী রাম ' এর শ্লোগান। প্রশ্ন হলো, মানুষের বাড়ি ঘর ভাঙতে গিয়ে, হামলা হুজ্জুতি চালাতে গিয়ে যখন শাসক আশ্রিত দুষ্কৃতিরাই এই শ্লোগান গুলো ব্যবহার করেন তখন কি ভারত মাতা কিংবা হিন্দুদের আরাধ্য ' শ্রী রাম ' এর অপমান হয় না ? জবাব আছে কি আরএসএস বিজেপির ???

পরিষেবা

হাসপাতাল ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি ঃ ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক ঃ ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স ঃ রামঠাকুর সংঘ ঃ ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব ঃ ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা ঃ ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স ঃ ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা ঃ ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব ঃ ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাবঃ ৮৭৯৪১ ৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ ঃ ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন ঃ ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম ঃ ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস ঃ ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব ঃ ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ ঃ ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। শববাহী যান ঃ ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্ডিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা ঃ ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিণ্ডিকেট ঃ ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন ঃ ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স ঃ ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) ঃ ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব ঃ ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার ঃ ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস ঃ প্রধান স্টেশন ঃ ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট ঃ ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন ঃ ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার ঃ ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ ঃ পশ্চিম থানা ঃ ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা ঃ ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা ঃ ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা ঃ ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল ঃ ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ ঃ ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইণ্ডিয়া ঃ ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইণ্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর ঃ ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইণ্ডিগো ঃ ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস ঃ রিজার্ভেশন ঃ ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস ঃ টি আর টি সি বিল্ডিং ঃ ২৩২-৫৬৮৫।

বৈকুণ্ঠ হতে লক্ষী এলো পৃথিবীর এই মাটিতে....

কীর্তিরাজ ভট্টাচার্য

।।পিতুর প্যাধিকা মাতা গর্ভধারণপোষনাৎ। অতো হি ত্রিযুলোকেষু নাস্তি মাতৃসমো গুরু:।।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী আশ্বাস দিয়াছেন-

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।

তদা তদাবতীযাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম

-"এইরূপে যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাবনিবন্ধন বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, আমি তখনই আবির্ভূতা হইয়া শত্রুবিনাশ করিব" (চণ্ডী, ১১।৫৪-৫৫)। পুরাকালে দেব-মনুষ্যাদির নিপীড়নকারী দানবকুলের ধ্বংসসাধনের একটা অবশ্য-স্বীকার্য প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অসুরদিগের তাণ্ডবলীলা শুধু বহির্জগতে সীমাবদ্ধ থাকে না। অন্তর্জগতে সুবৃত্তি ও কুবৃত্তির মধ্যে যে অবিরাম সংঘর্ষ চলিতেছে, উপনিষদে তাহাকেও দেবাসুরসংগ্রাম নামে নির্দেশ করা হইয়াছে। আস্তিক্যবুদ্ধি, পরলোকচিন্তা, ধ্যাননিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্গুণ-রাশিকে নির্মূল করিবার জন্য বর্তমান যুগে অশ্রদ্ধা, ভোগ-পরায়ণতা প্রভৃতি আসুরিক গুণাবলী যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং যার ফলে ধর্মের গ্লানি, অধর্মের বৃদ্ধি এবং ঈর্ষা দ্বেষ, কাম প্রভৃতির আধিক্য-বশতঃ লোকক্ষয়কারী যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে, উহাই একালের দেবাসুর-সংগ্রাম।

শ্রীভগবান যখন নররূপে অবতীর্ণ হন তখন শক্তিও প্রায়ই নারীবেশে তাঁহার সঙ্গিনী হন। শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সীতাদেবী, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকা, বুদ্ধদেবের সহিত যশোধরা, শ্রীচৈতন্যের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়ার আগমনে ইহাই প্রমাণিত হয়। ফলতঃ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক শক্তিরূপেই হউক, কিংবা নারীরূপেই হউক, অবতারের সহিত সংযুক্তা থাকিয়া শক্তি তাঁহার লীলাপ্রকাশে অশেষরূপে সহায় হন। শক্তিকে বাদ দিলে অবতারের দিব্য কার্যকলাপ অসম্ভব ও আমাদের নিকট অবোধ্য হইয়া পড়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর একজন গুরুভ্রতা কে লিখছেন সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।... ও জ্ঞানদায়িনী/মহাবুদ্ধিমতি ও কিযেসে। ও আমার শক্তি।"জয়রামবাটী গ্রামে কলিকাতায় ছিলেন। কলিকাতা-গমনের সঙ্কল্প গ্রহণের পূর্বে একদিন মধ্যাহ্নভোজনের পরে তিনি প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীমা ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত রামচন্দ্র আর স্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করেন নাই।

"মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না।.... মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। দেখছ কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে। এইজন্য তাঁর মঠ প্রথমে চাই। শক্তির কৃপা না হলে কি ঘোড়ার ডিম হবে! আমেরিকা ইওরোপে কি দেখছি?-শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কী কল্যাণ না হবে... তারক ভায়া, আমেরিকা আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ করতে চিঠি লিখেছিলুম, তিনি এক আশীর্বাদ দিলেন, অমনি হুপ করে পগার পার, এই বুঝ। স্বামীজি শ্রীশ্রীমাকে জ্যান্ত দুর্গা নামে ডাকতেন এবং তিনি যে সুধু মুখেই তা বলতেন তা নয় তিনি তাঁর পুজা করে জগতে তা প্রচার ও করেছেন।

শ্রী রামকৃষ্ণ একদা শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে বলেছিলেন 'ও সারদা- শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অতি নিষ্ঠাবান ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, মা তাঁহারই তনয়ারূপে ধরণীকে কৃতার্থ করিতে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন।

একবার শিহড় গ্রামের উত্তর পাড়ায় পিতৃগৃহে অবস্থানকালে শ্যামাসুন্দরী দেবীর উদরাময় হয়। তিনি অন্ধকারে এল্লাপুকুরের পাড়ে শৌচে যান। কিন্তু অকস্মাৎ স্থান নির্ণয় করিতে না পারিয়া কুমারদের পোয়ানের অদূরে এক বেল গাছের নিচে বসিয়া পড়েন। অমনি পোয়ানের দিক হইতে এক ঝনঝনশব্দ উঠিল, আর বিল্ববৃক্ষের শাখা হইতে এক ক্ষুদ্র বালিকা নামিয়া আসিয়া কোমল হস্তে শ্যামাসুন্দরীর গলা জড়াইয়া ধরিল।শ্যামাসুন্দরী হতচেতন হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ তিনি ঐভাবে ছিলেন, জানেন না। আত্মীয়-স্বজন পরে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলে ও তাঁহার সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিলে তিনি অনুভব করিলেন, ঐ কচি মেয়েটি তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে।

এই সময়ে শ্রীমায়ের পিতা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংসারের অভাব-চিন্তায় ক্লিষ্টহৃদয়ে নিদ্রাভিভূত হইয়া স্বপ্নে দেখেন, একটি হেমাঙ্গী বালিকা তাঁহার পিঠের উপর পড়িয়া কোমল বাহুপাশে তাঁহার গলায় জড়িয়ে ধরেছে। বালিকার অসামান্য রূপ ও মূল্যবান অলঙ্কার সহজেই তাহার অসাধারণত্বের পরিচয় দেয়। অতিবিস্মিত রামচন্দ্র স্বতই প্রশ্ন করিলেন, "কে গো তুমি?" বীণাবিনিন্দিত সস্নেহকণ্ঠে বালিকা উত্তর দিল, 'এই আমি তোমার কাছে এলুম।' রামচন্দ্রের ঘুম ভাঙিয়া গেল। স্বপ্নবিবরণ চিন্তা করিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে, স্বয়ং লক্ষ্মী কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছেন। গৃহে প্রত্যাগমনের পর সহধর্মিণীর মুখে তিনি যখন শিহড়ে দেবাবির্ভাবের সংবাদ পাইলেন, তখন তাঁহার আস্তিক ও স্বধর্মনিষ্ঠ মন সহজেই উহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল, ভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ-দম্পতি তদবধি ভোগসুখে উদাসীন থাকিয়া পবিত্রদেহে ও পুতহৃদয়ে দেবশিশুর জন্মকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন হেমন্তের অবসান ও শীতের আরম্ভ; বাঙলার পল্লীর ইহা সর্বাপেক্ষা সুখের সময়। বাহিরের কার্যশেষে গ্রামের কৃষককুল কৃষিলব্ধ শস্য গৃহে আনিয়া ক্ষেত্রলক্ষ্মীকে ভাণ্ডারে স্থাপন-পূর্বক আনন্দে ভাসিতেছে। জয়রামবাটীর প্রান্তরে রবিশস্যের শ্যামলশ্রী ছড়াইয়া পড়িতেছে। গৃহে গৃহে নবান্নের উৎসব হইয়া গিয়াছে। আবার খ্রীস্টান সমাজ যীশুর আশু জন্মোৎসবের আয়োজনে ব্যাপৃত। আর এদিকে দক্ষিণায়ণ-শেষে উত্তরায়ণে দেবগণের জাগরণ হইতেছে। এমন সময়ে দিবাবসানে রাত্রিকালে জয়রামবাটীর শ্রমক্লান্ত দেহ আবৃত হইলে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর ক্ষুদ্র গৃহ আনন্দমুখরিত করিয়া ১২৬০ বঙ্গাব্দের ৮ পৌষ (১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর) বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণাসপ্তমী তিথি, রাত্রি ২ দন্ড ৯ পল সময়ে অতি শুভক্ষণে শ্রীযুক্তা সারদামণি দেবী ভূমিষ্ঠ হইলেন। অচিরে মঙ্গলশঙ্খ-ধ্বনিতে আকৃষ্ট গ্রামবাসী সে শুভ সংবাদ বিদিত হইয়া নবজাত শিশুর অশেষ মঙ্গলকামনা করিতে লাগিল। যথাকালে জন্মপত্রিকা সম্পাদিত হইলে কন্যার রাশ্যাশ্রিত নাম রাখা হইল শ্রীমতী ঠাকুরমণি দেবী এবং লোকবিশ্রুত নাম হইল সারদামণি। এখন যেই নাম শুধু "সারদা"-তে পরিণত হয়েছে।

স্বামী ভূতেশানন্দজির স্মৃতি থেকে শ্রীশ্রী মায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে একটি ঘটনা জানা যায় '১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মায়ের জন্মতিথিতে" জ্ঞান মহারাজ আমাদের বাগবাজারে "মায়ের বাড়ী" বা উদ্বোধনে নিয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য-সেই পবিত্র দিনে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করা। সমস্ত দিনের উৎসব তখন শেষ হয়েছে। মায়ের সেবক রাসবিহারী মহারাজ (স্বামী অরূপানন্দ) দোতলায় মায়ের ঘরের বারান্দা থেকে বললেন: "সমস্ত দিন ভক্তদের দর্শন দিয়ে মা এখন ক্লান্ত। জ্ঞান মহারাজ একা মাকে প্রণাম করে যেতে পারেন।" জ্ঞান মহারাজ উত্তরে জানালেন, তাঁর সঙ্গের বালকদের যদি মাকে দর্শনের ও প্রণামের সুযোগ না হয় তাহলে তিনিও মাকে নিচের থেকেই প্রণাম করে যাবেন। সম্ভবতঃ মাকে জিজ্ঞাসা করায় এবং মায়ের আদেশে রাসবিহারী মহারাজ আমাদের সকলকেই ওপরে গিয়ে মাকে দর্শন ও প্রণাম করার সুযোগ দিলেন। আমরা এক-একজন করে গেলাম। মা তখন তাঁর ঘরের দরজার সামনে স্বীয় স্বভাবসুলভ ভাবে আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় একটি চেয়ারে শুধু পা-দুখানি বের করে রেখে বসেছিলেন। সুতরাং মায়ের মুখ দেখার সুযোগ আমাদের কারো হলো না। আমরা তাঁর চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করে এলাম।

বাণী রূপে রইয়াছো মূরতি ধরি

রবিব্রত ঘোষ

আর চার পাঁচ দিনের মধ্যেই জীবনাবসান হবে।। ভক্ত ও শিষ্যদের ওতখন ওনার শেষ অবস্থা আরনাকে দর্শন করার জন্য কঠোর নিয়ম নীতি আরোপ করা হয়েছে। এই অবস্থাতেই বাধা টপকে জনৈক ভদ্র মহিলা ওনার সামনে হাজির হলেন। শেষ শয্যায় শায়িত অবস্থা থেকেই উনি দেখলেন। ওই ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন এবং দুচোখ ধরে অবিরাম অশ্রু ঝরে পড়ছে। উনাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে এনার মুখ থেকে বেরোলো এক মহা মন্ত্র - তবে একটি কথা বলি যদি শান্তি চাও মা কারোর দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগতকে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয় মা জগত তোমার।

শ্রীরামকৃষ্ণের পত্নী সারদামণি মুখোপাধ্যায় যিনি মা সারদা নামে অধিক পরিচিত। এই মহামন্ত্রটি শুনিয়ে গিয়েছিলেন বিগত শতাব্দীর বিশের দশকে। পড়াশোনা জানতেন না নিরক্ষর ছিলেন বললে খুব একটা ভুল হবে না ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান সমাজতত্ত্ব অর্থনীতি কোন কিছু সম্বন্ধেই পড়াশোনা ছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। দেশ-বিদেশের খোঁজ খবর রাখতেন এমন কথা ও কেউ বলবে না তবু বিগত পৃথিবীর মূল সমস্যাটি। সংঘর্ষ যুদ্ধ হানাহানি সম্প্রদায়িকতার মূল কারণটিকে খুব সুন্দর ভাবে সহজ ভাষায় বলে দিয়ে গিয়েছিলেন।

কেন মানুষে মানুষে হানাহানি মারামারি? কেন জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ? , কেন সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়িকতা? কারন মানুষের নিজেকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তাই সে অন্যের উপরে কর্তৃত্ব করতে চায়। অন্যকে কাছে টানতে চায় না।বরং জগতকে অপর বানিয়ে রাখে।যেন অপরের উপরে তার যত আধিপত্য বিস্তার হবে অপরকে যত দাসে পরিণত করতে পারবে অপরকে যত পরাধীন করতে পারবে। তত তার আমীত্বের পরিতৃপ্তি হবে।। কিন্তু এই অমিত্ব মানুষের জীবনে ধ্বংস হানাহানি বিনষ্ঠী ছাড়া কিছু দেয়নি। এই ঘৃণা যে শুধুমাত্র এক মানুষের আরেক মানুষের প্রতি তা নয় একটি জাতি আর একটি জাতির প্রতি একটি গোষ্ঠীর আরেকটি গোষ্ঠীর প্রতি। একটি সম্প্রদায়ের আরেকটি সম্প্রদায়ের প্রতি। দুর্বলের উপরে সবলের অত্যাচার। যখন এই বাণী এই ওনার মুখ থেকে বেরিয়ে ছিল সেটা ছিল গত শতকের বিশের দশক সবেমাত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে আর একটা বিশ্বযুদ্ধ বা বলা যায় আর একটা বিশ্ব ধ্বংস। গোটা পৃথিবী দেখবে। আজকে ওই সময় ১০০ বছর পরে এসেও সেই নিঃসংশতা সেই বিভৎসতা থেকে আমাদের মুক্তি নেই।পৃথিবী জোড়া বুদ্ধিজীবীরা, বিশেষজ্ঞরা বিজ্ঞানীরা বারবার মানুষকে সেই সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেছেন সেমিনার করেছেন আলোচনা করেছেন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করেছেন শান্তি সৌহার্দ্য সম্প্রীতি রপৃথিবী তৈরি করার জন্য।

মা সারদা এই তাত্ত্বিক কচ কচানিতে যান নি। সেমিনারে

বক্তৃতা দেননি পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করেননি কিন্তু ভীষন ভাষায় সহজ কথাটা বলে দিতে পেরেছিলেন , অন্যকে নিজের কাছে টেনে নাও।এটা শুধু কথার কথা নয় ও নার সারা জীবনের নির্যাস বলা যায় এটাই।

সেই কবে ১৮ বছর বয়সে, জয়রামবাটী থেকে পায়ে হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে স্বামীর কাছে এসেছিলেন। রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিতে এসেছ? নিজের দাবিটুকু ছেড়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন না তোমাকে সাধন পথের পাতা করতে এসেছি।। বাকি জীবনটা এই সহায়তা করার পক্ষে তুমি জানো নিবেদিত। যার অন্তরশীলনা সাধনা ছিল জগতকে নিজের কাছে টেনে নেওয়া। সবাইকে নিজের কাছে আশ্রয় দেওয়া। অপছন্দের এক ভদ্রমহিলা রামকৃষ্ণের জন্য খাবার নিয়ে এসেছেন। ঠাকুর আপত্তি তোলেন আর প্রতিশ্রুতি যান আর কখনো যেন এমন না হয়। মা শুনলেন কিন্তু শেষ করলেন এক মহা ভয়ংকর যুক্তি দিয়ে- তুমি কি খালি আমার ঠাকুর তুমি তো সকলেরই। নিজের আনন্দকে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মধ্যেই যে আনন্দ রয়েছে সেটা আমি আপনি ক্ষুদ্রতার মধ্যে থেকে বুঝতেই পারিনিমানসিক ভারসাম্য হারানো এক ভদ্রমহিলা যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে প্রায় বিতাড়িত হচ্ছেন মা তাকেৎ আশ্রয় দিয়ে বলছেন বাবা তোমার ওর কাছে যাবার কি দরকার তুমি বরং আমার কাছেই এসো

আরো পরবর্তীকালে যখন জয়রামবাটিতে ভক্তদের আনাগোনা শুরু হলো। সেই সময়ের গ্রামীণ জাতপাতের হাজারো বিধি-নিষেধকে এক ঝটকায় নসাৎ করে দিয়েছিলেন ভক্তদের কাছে টেনে নিয়ে মা হয়ে ওঠার ওটা তাগিদে। উনার একটি কথা বহুল প্রচলিত একটি কথা শরৎ সরোজ যেমন আমার ছেলে, আমজাদ ও তেমন আমারই ছেলে। এখানে আমজাদ মানে মুসলিম এবং এবং স্থানীয় ডাকাত। আর শরৎ মানে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শীর্ষ এবং রামকৃষ্ণ সংঘের বহুমানিত প্রথম সাধারণ সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ। মাতৃস্পর্শে ,সবাইকে কাছে টেনে নেওয়ায় সবই এক। সেই সময় যাবতীয় বিধি নিষেধ ভেঙে ভক্তদের নিজের কাছে ডাকা।তাদের খাবার-দাবার ব্যবস্থা করা। খাবার পরিবেশন করে খাবার শেষে এটো পর্যন্ত পরিষ্কার করা। কেউ কেউ আপত্তি করতেন কেন এমন করছো। এতে যে ওদেরই অমঙ্গল হবে বা ৩৬ জাতের এঁটো কেন কুড়িয়ে নিচ্ছো ? তুমি তো ব্রাহ্মণ। মাতৃ স্বরূপে দৃঢ় স্থিতধী। এই মানুষটির কাছে সহজ সরল উত্তর ছিল ৩৬কোথায় সবই তো আমার।আমি তো মা এরা আমার সন্তান।

জগতকে এত কাছে নেওয়ার এই সহজ বুদ্ধির ধারনাটা আগে কিন্তু তৈরি করা যায়নি।এই ধারণাকে বিশ্বাস করতে ও পারেনি কেউ।সবাইকে নিয়ে চলার দৃষ্টিভঙ্গি।সবাইকে এক রকম ভাবেই চলবে? নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলেই বোঝা যায় প্রতিটি আঙুল ই ভীষন প্রয়োজনীয়, কিন্তু আলাদা আলাদা। ঘরে থালা বাটি গ্লাস বাসন থাকলে, ধাক্কা লেগে আওয়াজ হবেই ধাক্কা লাগবেই।তবু সব বাসনের প্রয়োজন আছে এটা মনে রেখেই সবাইকেই দরকার সবাইকে নিয়েই থাকতে হবে। আসলে মানুষকে কাছে টানতে পারলে মানুষকে ভালবাসতে পারলে তার যে কোন দোষ ই গুণ হয়ে যায়।ছোট্ট শিশু কিছুতেই খেতে চায় না ভীষণ অবাধ্য এটা তার দোষ। কিন্তু মাতৃস্পর্শে তাই গর্বের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। যখন মা আর পাঁচজনকে বলেন আমার ছেলেটা জানো তো কিছুতেই খেতে চায় না কত কষ্ট করে গান করে নেচে তাকে খাওয়াতে হয়। এক ঝটকায় তার যাবতীয় দোষ ,তার জীবনের বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। মাতৃ স্পর্শে।

তেলমালিশ !

ব্যথা কমানোর জন্য বেশ কিছু এসেনশিয়াল অয়েল বা ভেষজ তেল কার্যকর বলে মনে করা হয়। এগুলিতে সাধারণত প্রদাহ-বিরোধী এবং ব্যথানাশক উপাদান থাকে যা পেশী, জয়েন্ট বা মাথায় ব্যথা উপশমে সাহায্য করতে পারে।

তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে। এসেনশিয়াল অয়েল

সরাসরি ত্বকে ব্যবহার করা উচিত নয়। এগুলিকে সবসময় নারকেল তেল, অলিভ তেল বা তিলের তেলের মতো কোনো একটি বাহক তেলের সাথে মিশিয়ে পাতলা করে ব্যবহার করা উচিত।

ব্যথা কমাতে কোন কোন তেল সাহায্য করে?

পেপারমিন্ট অয়েল

এতে মেন্থল থাকে, যা ব্যথাযুক্ত জায়গায় লাগালে শীতল অনুভূতি দেয়। মাথাব্যথা, মাইগ্রেন এবং পেশির ব্যথার জন্য খুব উপকারী।

ল্যাভেন্ডার অয়েল

স্নায়ুকে শান্ত করার গুণ রয়েছে এতে। যা স্ট্রেস এবং উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে। এটি সাধারণ মাথাব্যথা, মাইগ্রেন এবং পেশির ব্যথার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি প্রদাহ কমাতেও সাহায্য করতে পারে।

ইউক্যালিপটাস অয়েল

এতে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান রয়েছে। জয়েন্ট এবং পেশির ব্যথা, বাতের ব্যথা এবং সাইনাসের কারণে হওয়া মাথাব্যথা কমাতে কার্যকর।

লবঙ্গের তেল

এতে ইউজেনল নামে একটি উপাদান থাকে, যা শক্তিশালী ব্যথানাশক হিসেবে কাজ করে। দাঁত ব্যথা এবং পেশির ব্যথার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। আদার তেল উষ্ণ প্রভাব রয়েছে এবং এটি প্রদাহ-বিরোধী গুণাগুণের জন্য পরিচিত। পেশির ব্যথা, জয়েন্টের ব্যথা এবং আর্থাইটিসের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।

ট্রাম্প ছাড়া কাউকে বলতে শুনিনি’!

ভারত কি রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করেছে? ভিন্ন ইঙ্গিত রুশ বিদেশমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি ঃ রাশিয়ার কাছ থেকে খনিজ তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে ভারত, এমনটাই দাবি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই কারণে তিনি ভারতের উপর যে বাড়তি ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিলেন, তা-ও প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কিন্তু ভারত সরকার এখনও এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি। এর মধ্যেই রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ ভিন্ন ইঙ্গিত দিলেন। তিনি দাবি করেছেন, ভারত যে রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে, একমাত্র ট্রাম্প ছাড়া আর কাউকে এ কথা তিনি বলতেই শোনেননি।

কিছু দিন আগেই রাশিয়া দাবি করেছে, ভারত-সহ একাধিক দেশকে শুল্ক, বিধিনিষেধের ভয় দেখিয়ে এবং সরাসরি হুমকি দিয়ে তাদের তেল কেনা বন্ধ করাতে চাইছে আমেরিকা। বুধবার রাশিয়ার পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ স্টেট ডুমায় এই সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে লাভরভ বলেন, “রাশিয়ার তেল না-কিনতে ভারত সম্মত হয়েছে বলে ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন। আমি এই ধরনের মন্তব্য আর কারও মুখে শুনিনি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বা অন্য কোনও নেতা এমন কোনও মন্তব্য করেননি।”

চলতি বছরে ব্রিক্স সম্মেলনের আয়োজন করতে চলেছে ভারত। রুশ পার্লামেন্টে সে প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন লাভরভ। ওই সম্মেলন উপলক্ষে ফের ভারতে আসতে পারেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। গত ডিসেম্বরে তিনি ভারতে এসেছিলেন। পুতিনের সেই সফরে ভারত এবং রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অনেক উন্নতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন লাভরভ। জানিয়েছেন, ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সম্প্রতি নয়াদিল্লি থেকে ব্রিক্স-এ জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। লাভরভের কথায়, “পুতিনের ভারত সফর দুই দেশের মধ্যে বিশেষ কৌশলগত সম্পর্ক তৈরি করেছে। ব্রিক্স সম্মেলনের সময় দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে ফের আলাদা বৈঠক হতে পারে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে রাশিয়া তত দূর যেতে পারে, যত দূর ভারত চাইবে।” এ ক্ষেত্রে আকাশকে সীমানা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন লাভরভ।

রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করার কারণ দেখিয়ে ভারতের উপর থেকে আমেরিকা বাড়তি শুল্ক প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর গত সোমবার বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রী জানান, জাতীয় স্বার্থই ভারতের বাণিজ্যনীতির প্রধান নির্ধারক। তেল কেনার ক্ষেত্রে একাধিক উৎস বজায় রাখা হবে। কোনও একটি দেশের কাছ থেকে তেল কেনার বাধ্যবাধকতা নেই নয়াদিল্লির।

বিশেষ দিনে পরিচারিকার থেকে গোলাপ, চকোলেট পেয়ে চমকে গেলেন দম্পতি!

নয়াদিল্লি ঃ বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে বাড়িতে আনন্দ করছিলেন দম্পতি। উদ্যাপন করছিলেন বিশেষ দিন। সেই আনন্দ দ্বিগুণ হল বিশেষ উপহার পেয়ে। অনলাইনে অর্ডার দিয়ে বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা সেই তরুণ দম্পতিকে গোলাপ এবং চকোলেট উপহার দিলেন তাঁদের বাড়ির পরিচারিকা। উপহার পেয়ে প্রথমে চমকে গেলেন দম্পতি। পরে খুশিতে মন ভরে গেল তাঁদের। ধন্যবাদও জানালেন মধ্যবয়সি পরিচারিকাকে। মন ভাল করা সেই ঘটনার একটি ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। ভাইরাল হয়েছে ভিডিয়োটি। ভাইরাল সেই ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, ফ্ল্যাটের মধ্যে বিবাহবার্ষিকী উদ্যাপন করছেন বেঙ্গালুরুর এক দম্পতি। এমন সময় তাঁদের পরিচারিকা ফ্ল্যাটে আসেন। তাঁর হাতে ছিল গোলাপ ফুল এবং চকোলেট। লাজুক মুখে দম্পতির হাতে সেগুলি তুলে দেন তিনি। জানান, সেগুলি তিনি অনলাইনে অর্ডার করেছিলেন। বাড়ির পরিচারিকার থেকে উপহার পেয়ে প্রথমে চমকে যান দম্পতি। পরে আনন্দিত হন। তাঁদের জীবনের বিশেষ দিনটি মনে রাখার জন্য পরিচারিকাকে ধন্যবাদ জানান তাঁরা। এর পর পরিচারিকার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন তাঁরা। মধ্যবয়সি মহিলাও তাঁদের মাথা ছুঁয়ে আশীর্বাদ করেন। সেই ভিডিয়োই প্রকাশ্যে এসেছে।

ভাইরাল ভিডিয়োটি পোস্ট করা হয়েছে ‘নেহাত্তআনফিল্টারড’ নামের এক্স হ্যান্ডল থেকে। ইতিমধ্যেই বহু মানুষ দেখেছেন সেই ভিডিয়ো। লাইক এবং কমেন্টের বন্যা বয়ে গিয়েছে। ভিডিয়োটি দেখে ওই পরিচারিকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন নেটাগরিকেরা। অনেকে ভাল ভাল মন্তব্যও করেছেন। এক নেটাগরিক ভিডিয়োটি দেখার পর লিখেছেন, “খাঁটি ভালবাসা। আর তরুণ দম্পতিকেও কুর্নিশ যে তাঁরা পরিচারিকার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছেন।” অন্য এক জন আবার লিখেছেন, “খুব মিষ্টি। সমাজমাধ্যমের হাজারো খারাপের মাঝে একটি ভাল ভিডিয়ো। মন ভাল হয়ে গেল।”

কানপুর ল্যাম্বরগিনি কাণ্ড

চার দিন পর গ্রেফতার তামাক সংস্থার কর্ণধারের পুত্র শিবম, গাড়ি নিয়ে পথচারীদের চাপা দেওয়ায় অভিযুক্ত

নয়াদিল্লি ঃ গাড়িচাপা দেওয়ার ঘটনার চার দিন পর গ্রেফতার হলেন উত্তরপ্রদেশের কানপুরের তামাক সংস্থার কর্ণধার কেকে মিশ্রের পুত্র শিবম মিশ্র। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে একটি হাসপাতাল থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, গত রবিবার বিকেলে কানপুরের ভিআইপি রোডে ল্যাম্বরগিনি চালাচ্ছিলেন শিবম। বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালানোর অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথচারীদের ধাক্কা মারেন তিনি। সেই ঘটনায় ছ’জন আহত হন। এই ঘটনার পরই এক ই-রিকশাচালক মহম্মদ তৌফিক শিবমের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। তার পরই তামাক কর্ণধারের পুত্রকে গ্রেফতারের তোড়জোড় শুরু হয়। ঘটনার পর থেকে ‘পলাতক’ ছিলেন অভিযুক্ত।

তদন্তকারী এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শিবমকে যখন গ্রেফতারের তোড়জোড় শুরু হয়েছে, শিবমের আইনজীবী দাবি করেন, গাড়ির চালকের আসনে ছিলেন না শিবম। এই নিয়ে একটা টানাপড়েন শুরু হয়। তার মধ্যেই বুধবার কানপুর আদালতে এক ব্যক্তি হাজির হয়ে দাবি করেন, তিনিই ল্যাম্বরগিনি চালাচ্ছিলেন। চালকের আসনে শিবম ছিলেন না। নিজেকে মোহন বলে পরিচয়ও দেন ওই ব্যক্তি। আদালতে মোহন দাবি করেন, গাড়ির ভিতরে শিবম হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ফলে এই পরিস্থিতি দেখে তিনি গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। তাঁর দাবি, “দুর্ঘটনা যখন ঘটে, সেই সময় ল্যাম্বরগিনি চালাচ্ছিলাম আমিই। হঠাৎ শিবম অসুস্থ হয়ে আমার কোলে ঢলে পড়েছিলেন। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এক হাতে ওঁকে সামলানোর চেষ্টা করছিলাম। অন্য হাতে স্টিয়ারিং ছিল। গাড়িটি তখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।” মোহন আরও দাবি করেন, দুর্ঘটনার পর গাড়ির দরজা খুলছিল না। তখন শিবমকে চালকের আসনের দিকে দরজা দিয়ে বার করার চেষ্টা করেন তিনি। তার জন্য শিবমকে চালকের আসনে বসাতে হয়েছিল।

তবে পুলিশ আদালতে দাবি করে, গাড়ি চালাচ্ছিলেন শিবমই। প্রাথমিক তদন্তে সেটাই উঠে এসেছে বলেও দাবি পুলিশের। ভিডিয়ো-সহ আদালতে তথ্যপ্রমাণও পেশ করে পুলিশ। সব তথ্য খতিয়ে দেখার পর এই ঘটনার বিস্তারিত তথ্য দিতে বলা হয় পুলিশকে। সেই সঙ্গে মোহনের আত্মসমর্পণের বিষয়টিও খারিজ করে দিয়েছে আদালত। ঘটনার পর থেকেই শিবমের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ। অবশেষে বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

তবে এই প্রথম নয়, পিতা-পুত্র এর আগেও শিরোনামে এসেছিলেন। তাঁদের দফতর, বাড়িতে হানা দিয়ে রীতিমতো বিস্মিত হয়েছিলেন আয়কর দফতরের কর্তারা। প্রকাশ্যে এসেছিল শিবমের বিলাসবহুল জীবনযাপন। শিবমের বাবা বংশীধর টোবাকো প্রাইভেট লিমিটেডের মালিক। দেশের নামী পানমশলা সংস্থাগুলিকে তামাক সরবরাহ করে শিবমদের সংস্থা। ২০২৪ সালে এই সংস্থার দফতর, কর্তাদের বাড়ি মিলিয়ে ২০টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছিল আয়কর দফতরের আধিকারিকদের ২০টি দল। দিল্লি, কানপুর, মুম্বই, গুজরাত মিলিয়ে চলেছিল অভিযান। আয়কর দফতরের রিপোর্ট সূত্রে জানা গিয়েছিল, সংস্থা তাদের বার্ষিক আয় ২০ থেকে ২৫ কোটি টাকা বলে ঘোষণা করেছিল। যদিও অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছিল সংস্থার বার্ষিক আয়ের পরিমাণ প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ কোটি টাকা। সংস্থার বিরুদ্ধে আয়কর এবং জিএসটি আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছিল।

উত্তরপ্রদেশে ‘এনকাউন্টার’! পুলিশের গুলিতে মুজফরনগরে হত দুষ্কৃতী

নয়াদিল্লি ঃ উত্তরপ্রদেশে ‘এনকাউন্টার’। বুধবার গভীর রাতে কুখ্যাত দুষ্কৃতী আমজাদকে ধরতে গিয়েছিল পুলিশ। সেই সময় দু’পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই হয়। সেই সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে আমজাদের। পুলিশ সূত্রে খবর, আমজাদের মাথার দাম ছিল ৫০ হাজার টাকা। পুলিশের খাতায় ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’-এর তালিকায় ছিল তাঁর নাম। পুলিশ সূত্রে খবর, মুজফ্ফরনগরের ত্রাস ছিলেন আমজাদ। খুন, তোলাবাজি, অপহরণ-সহ বহু মামলা ঝুলছে তাঁর বিরুদ্ধে। অনেক দিন ধরেই আমজাদকে ধরার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ। বুধবার রাতে গোপন সূত্রে খবর আসে, মুজফ্ফরনগরের বুঢানায় বিজ্ঞান রোডের কাছে দেখা গিয়েছে আমজাদকে। তার পরই পুলিশের বিশেষ দল সেখানে পৌঁছোয়। দাবি, পুলিশকে লক্ষ্য করে কার্বাইন দিয়ে গুলি চালাতে থাকেন আমজাদ। তার পর রাস্তার পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়েন আমজাদকে ধরতে পুরো জঙ্গল ঘিরে ফেলা হয়। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই দুষ্কৃতীকে প্রথমে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তা না করে পুলিশের দলটিকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকেন আমজাদ। পাল্টা গুলি চালায় পুলিশও। কয়েক রাউন্ড গুলির লড়াই চলে। তার পরই আমজাদের গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। সংঘর্ষে আহত হয়েছেন এক সাব-ইনস্পেক্টর এবং এক জন কনস্টেবল। পুলিশ সুপার সঞ্জয় কুমার জানিয়েছেন, পুলিশকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকেন আমজাদ। পাল্টা গুলি চালায় পুলিশও। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, রাজস্থান এবং উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জেলায় আমজাদের অপরাধের জাল ছড়ানো।

আফগানিস্তান সীমান্তে আক্রান্ত পাক বাহিনী!

নিহত চার পুলিশকর্মী, ‘কাঠগড়ায়’ তেহরিক-ই-তালিবান

নয়াদিল্লি ঃ আফগানিস্তান সীমান্তে আবার হামলা চালিয়ে নিজেদের শক্তি জানান দিল পাক তালিবান। বুধবার উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের খাইবার-পাখতুনখোয়ায় বিদ্রোহী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) বিদ্রোহীদের হামলায় চার পাক পুলিশকর্মী নিহত হয়েছেন। পাক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, পুলিশের টহলদারি দলে টিটিপির হামলায় দু’জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

পাক সেনার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ দফতর (আইএসপিআর) এবং পুলিশ সূত্র উদ্ধৃত করে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়েছে, খাইবার-পাখতুনখোয়া প্রদেশের ডেরা ইসমাইল খান জেলার পিনিয়ালা থানার ওয়ান্ডা বুধ এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। টহল দেওয়ার সময় একটি পুলিশ দলকে লক্ষ্য করে টিটিপি বিদ্রোহীরা হামলা চালান। ঘটনার পরে এলাকা ঘিরে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পাক সেনা, রেঞ্জার্স এবং পুলিশের যৌথবাহিনী।

পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে দীর্ঘ দিন ধরে সক্রিয় তালিব বিদ্রোহীরা। টিটিপি (পাক সরকার এবং সেনা যাদের ‘ফিতনা আল খোয়ারিজ’ বলে চিহ্নিত করে) নামে পরিচিত ওই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রায়শই সংঘর্ষ লেগে থাকে পাকিস্তানের সেনা এবং আধাসেনা বাহিনীর। পাকিস্তানের অভিযোগ, আফগানিস্তানই ওই বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে মদত দিচ্ছে। কাবুলে তালিবান সরকার পুনরায় ক্ষমতায় আসার পরে পাকিস্তানের তালিবান বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরও সক্রিয় হয়েছে বলে অভিযোগ তাদের। গত অক্টোবর থেকে বেশ কয়েক দফায় আফগানিস্তানের মাটিতে টিটিপির ডেরায় বিমান হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। ঘটনার জেরে দু’দেশের সীমান্ত সংঘর্ষও হয়েছে। গত ৯ অক্টোবর আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে বিমানহানা চালিয়েছিল পাকিস্তান বায়ুসেনা। ১০ অক্টোবর সীমান্ত লাগোয়া পকতিকা প্রদেশের মারঘি এলাকায় একটি বাজারে বিমানহানা চালানো হয়। ঘটনাচক্রে, আফগান সরকারের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির ভারত সফর শুরুর দিনেই হামলা হয়েছিল কাবুলে।

পাক সেনার দাবি, কাবুল এবং পকতিকায় টিটিপির ঘাঁটি ছিল বিমানহানার নিশানা। এর পর সীমান্ত সংঘর্ষের মধ্যেই দক্ষিণ আফগানিস্তানের শহর কন্দহর ও আশাপাশের এলাকায় বিমান ও ড্রোন হামলা চালানো হয়। শেষ পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়ার ইসলামি রাষ্ট্রগুলির মধ্যস্থতায় সংঘর্ষবিরতি চুক্তি করেছিল দু’পক্ষ। প্রসঙ্গত, খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান জেলা টিটিপি-র সবচেয়ে শক্তিশালী গোষ্ঠী মেহসুদদের নিয়ন্ত্রণে। বালোচিস্তান প্রদেশের উত্তরাংশেও তাদের প্রভাব রয়েছে। আমেরিকায় ড্রোন হামলায় নিহত জঙ্গিনেতা বায়তুল্লা মেহসুদ প্রতিষ্ঠিত এই গোষ্ঠী বরাবরই পাক সরকারের বিরোধী। ২০১৪ সালে পেশোয়ারের একটি স্কুলে হামলা চালিয়ে শতাধিক পড়ুয়াকে খুন করেছিল টিটিপি জঙ্গিরা। সোয়াট উপত্যকায় সক্রিয় পাক তালিবানের আর এক গোষ্ঠী ‘তেহরিক-ই নিফাজ-ই শরিয়তি মহম্মদি’ (টিএনএসএম)। এর আগে ২০০৯ সালে টিটিপি-র বিরুদ্ধে ‘অপারেশন রাহ-ই-নিজত’ করেছিল পাক সেনা। পাকিস্তানের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত সেটিই সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবিরোধী সেনা অভিযান। কিন্তু এখনও পর্যন্ত টিটিপি দমনে উল্লেখ্যযোগ্য সাফল্য পায়নি ইসলামাবাদ।

বাংলাদেশে ভোট

ক্ষমতায় এলে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন চায় বিএনপি? অবস্থান স্পষ্ট করলেন চেয়ারপার্সন তারেকের উপদেষ্টা

নয়াদিল্লি ঃ উভয় পক্ষের স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতের সঙ্গে কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এমনটাই মনে করছেন তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ বিএনপি নেতা মাহদী আমিন। তবে বর্তমানে কিছু ক্ষেত্রে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে, সে কথাও মানছেন তিনি। মাহদী বিএনপি-র নির্বাচন পরিচালনা কমিটির অন্যতম মুখপাত্র এবং দলের চেয়ারপার্সন তারেকের উপদেষ্টা। বাংলাদেশের নির্বাচনের মুখে ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’কে তিনি একটি সাক্ষাৎকার দেন। বৃহস্পতিবার সকালে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগ, সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন নিয়ে বিএনপি-র অবস্থান-সহ বিভিন্ন বিষয়ে মন্তব্য করেন মাহদী। বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই নয়াদিল্লির সঙ্গে ঢাকার কূটনৈতিক টানাপড়েন শুরু হয়েছে। সম্প্রতি ক্রিকেটের ময়দানেও ছড়িয়ে পড়েছে সেই চাপানউতর। এ অবস্থায় বিএনপি ক্ষমতায় এলে কি দিল্লি-ঢাকা সম্পর্ক আবার আগের মতো হবে? এ বিষয়ে তারেক-ঘনিষ্ঠ নেতাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, “কিছু সমস্যা অবশ্যই আছে। কিন্তু প্রতিটি সমস্যাই মানুষে-মানুষে যোগাযোগ আরও নিবিড় করে তোলার জন্য একটি সুযোগ হয়ে উঠতে পারে। আমরা এমন একটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দেখতে চাই যেখানে পরস্পরের উপর বিশ্বাস থাকবে। এবং, উভয় পক্ষের স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। আমরা এমন সম্পর্ক চাই, যেখানে দুই দেশই সমান এবং ন্যায্য ভাবে উপকৃত হবে।” এ বিষয়ে বিএনপি-র নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র আরও জানান, শুধু প্রতিবেশী দেশের সঙ্গেই নয়, গোটা বিশ্বের সঙ্গেই মিলেমিশে কাজ করার এক দারুণ সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশের কাছে। বাণিজ্য, শিল্প, সংস্কৃতি, শিক্ষা, নিরাপত্তা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে সকল দেশের সঙ্গে কাজ করা যেতে পারে বলে মনে করছেন তিনি। বস্তুত, এ বারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হচ্ছে না। তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম বর্তমানে নিষিদ্ধ রয়েছে বাংলাদেশে। সেই নিয়েও প্রশ্ন করা হয় তারেক-ঘনিষ্ঠ নেতাকে। তবে তাঁর বক্তব্য, বাংলাদেশের সাধারণ জনতাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

চাকরিহারাকে কী জবাব দিল্লি হাই কোর্টের

সংস্থার বিরুদ্ধে সমাজমাধ্যমে অভিযোগ করলে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যায়?

নয়াদিল্লি ঃ যে সংস্থায় চাকরি করেন, সেই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সমাজমাধ্যমে সরব হলে কিংবা প্রকাশ্যে কোম্পানির সমালোচনা করলে চাকরি যাওয়া কি যুক্তিযুক্ত? এমনই প্রশ্ন উঠল দিল্লি হাই কোর্টে একটি মামলায়। পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশে দুই পক্ষেরই কিছু ‘ভুল’ তুলে ধরল আদালত।

মঙ্গলবার মদনজিৎ কুমার নামে এক ব্যক্তির দায়ের করা মামলার শুনানি হয় বিচারপতি সঞ্জীব নারুলার একক বেঞ্চে। মদনজিৎ জানান, তিনি সেন্ট্রাল ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড (সিইএল)-এ চাকরি করতেন। ২০১৭-’১৮ সালে কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ হিসাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। অপসারণের কারণ, তিনি টুইটারে (এখন এক্স) কিছু কথা লিখেছিলেন। যা কর্তৃপক্ষের মতে, জনসমক্ষে তাঁদের ভাবমূর্তি নষ্টের চেষ্টা হয়েছে। যা শুনে হাই কোর্ট জানিয়েছে, নিয়োগকর্তা কিংবা সংস্থার বিরুদ্ধে সমাজমাধ্যমে অভিযোগ জানানোর জন্য এক জন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ওই কর্মচারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা ন্যায়সঙ্গত নয়। এই সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। আদালতের পর্যবেক্ষণ, সরকারি বা বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত কেউ সেই সংস্থার বিরুদ্ধে যদি প্রকাশ্যে (সমাজমাধ্যমে) এমন কিছু লেখেন বা বলেন যাতে কর্তৃপক্ষের ভাবমূর্তির উপর প্রভাব পড়ে, তখন সেই কর্মীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা যেতে পারে। কিন্তু

চাকরি কেড়ে নেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। মদনজিতের মামলায় বিচারপতি বলেন, “মামলাকারী টুইট এবং রিটুইটের মাধ্যমে সংস্থার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছেন। তিনি সংস্থার অভ্যন্তরীণ কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত। সংশ্লিষ্ট সংস্থার একজন প্রতিনিধি। তিনি বাহ্যিক ভাবে চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ হেন আচরণ বিবেচনাধীন।”

মামলাকারী জানান, তিনি সিইএল-এ সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে যোগদান করেছিলেন। ২০১১ সালের জানুয়ারিতে পদোন্নতি হয়। তখন তিনি ছিলেন সিনিয়র ম্যানেজার (জনসংযোগ)। কিন্তু ২০১২, ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মুখোমুখি হয়েছিলেন। যা তাঁর কাছে সমীচীন মনে হয়নি। তার পর তিনি সমাজমাধ্যমে সরব হন। এবং তার পরেই শাস্তির খাঁড়া নামে।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের জুলাই মাসে সংশ্লিষ্ট সংস্থার চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর ওই কর্মীকে শো কজ ররেন। তাঁর বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ করা হয়। ২০১৮ সালের অক্টোবরে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। মদনজিৎ ওই বছরই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়। ২০১৮ সালের নভেম্বরে আবার আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। তখন তাঁর শাস্তি হিসাবে ‘চাকরি থেকে বরখাস্ত’ করার বদলে ‘চাকরি থেকে অপসারণ’ এই মন্তব্য লিখতে বলা হয়। এখন হাই কোর্টের পর্যবেক্ষণ, কর্মচারী সংস্থার ব্যবস্থাপনার সমালোচনা করলে এমন শাস্তি পেতে পারেন না। আবার তাঁর সমালোচনায় কর্তৃপক্ষও তাঁদের ক্ষমতা হারান না অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত হন না। শেষমেশ ওই সংস্থাকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

এডিসিতে বিজেপি ক্ষমতায় এসেই প্রকৃত উন্নয়ন করবে মুখ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি।। এডিসির সাধারণ নির্বাচনের মাহেন্দ্রক্ষণ ঘোষণা হয়নি।কিন্তু পারদ চড়ছে। বিজেপি এডিসির সাধারণ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। এমনই প্রত্যাশায় মুখ্যমন্ত্রী ডা মানিক সাহাসহ বিজেপি পরিবার। রাজ্যের একাধিক জায়গায় সংগঠিত করা হয়েছে সমাবেশ। তা-ও জনজাতি এলাকায়। উদ্দেশ্য এডিসির সাধারণ নির্বাচন। মুখ্যমন্ত্রী ডা মানিক সাহার দাবি ভারতীয় জনতা পার্টির লক্ষ্য হচ্ছে সেবার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করা।তিনি এও বলেছেন আগামীতে এডিসিতে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় এলে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে।তিনি বলেন বিজেপির আমলে জনজাতিদের প্রকৃত উন্নয়ন শুরু হয়েছে রাজ্যে।কিন্তু এডিসির মানুষ সেই উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত। টাকাপয়সার দিক থেকেও বহু অভিযোগ। তাছাড়া সরকার যে টাকা পাঠাচ্ছে তার সঠিক ব্যবহার হয় না বলেও মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ। সরকার প্রধান বলেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির লক্ষ্য হচ্ছে সেবার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করা। সেবাই সংগঠন - এই মন্ত্র নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার। আগামীতে এডিসিতে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় এলে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে। তাই এডিসি নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করতে হবে। কারণ একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতিদের উন্নয়ন করতে পারে।মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা জনসভায় উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করেন যে আপনারা শান্তি চান, কি চান না? জবাবে উপস্থিত জনতা একযোগে সমস্বরে শান্তি চায় বলে উঠেন। আর এই শান্তির জন্য কাকে চান? তখনও জনতার উত্তর - বিজেপি অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টি। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামেও সভা থেকে জনতার আওয়াজ উঠে আসে।বেশ কয়েকটি জায়গায় চলছে সভা মিছিল। জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী ডা মানিক সাহা প্রথমে শান্তির বার্তা দেন।জনতার মতামত নেন।তার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি শুধু ভারতবর্ষে না, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একটি সর্ববৃহৎ পার্টি। আর এই পার্টির সদস্য সদস্যা হওয়া মানে নিজেদের গর্বিত করা। এই পার্টির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সেবাই সংগঠন। আমরা সেবার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করতে চাই। আগে রাষ্ট্রের সেবা, তারপর পার্টি, তারপর ব্যক্তি। যদিও অন্যান্য পার্টির ঠিক উল্টো। তাদের কাছে আগে নিজে, এরপর পার্টি, এরপর রাষ্ট্র।২০২৬ এ এডিসি নির্বাচন হতে যাচ্ছে। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে কমিউনিস্টদের সময়ে এডিসির কি অবস্থা হয়েছিল, আর এখন কি হচ্ছে? সেটা আমাদের সবার জানা।জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য তাদের যে কাজ করার ছিল সেটা তারা করেনি। আমি নিশ্চিত আগামীতে যখন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রশাসন এডিসিতে গঠন হবে তখন কি উন্নয়ন হবে সেটা মানুষ দেখবেন শুধু। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার বলছেন ভারতীয় জনতা পার্টি মানে উন্নয়ন। উন্নয়ন ছাড়া কোন কথা নেই। ভারতীয় জনতা পার্টি ও আমাদের সরকারের একটাই শ্লোগান - সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সরকারি প্রকল্পের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া। এরআগে কিন্তু জনজাতিদের নিয়ে কেউ চিন্তা করেনি। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময়ে জনজাতি দপ্তর আলাদাভাবে শুরু হয়েছিল। এরআগে সেটা অন্যান্য দপ্তরের সাথে লেজের মতো লাগানো ছিল। আর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য আলাদা করে ডোনার মন্ত্রক করেছেন। যাতে শুধুমাত্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে উন্নয়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উড়িষ্যার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনজাতি মহিলা দ্রৌপদী মুর্মুকে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে মহিলাদের সম্মান প্রদর্শন এবং জনজাতিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে রাজ পরিবারের সুযোগ্য সন্তান তথা প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মাকে তেলেঙ্গানার মতো বড় রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি। যা আমরা কখনো ভাবতে পারিনি। জনজাতিদের উন্নয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ২০১৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত পরপর ৭ জন জনজাতি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়া হয়েছে।তিনি বলেছেন মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য কিছু কিছু পার্টি এবং তাদের লোকজনেরা উল্টোপাল্টা বলে থাকে। এডিসি এলাকায় একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি উন্নয়ন করতে পারে। সেটা সবার বুঝতে হবে। আমাদের সরকার চায় মানুষের জন্য কাজ করার। কিন্তু এডিসিতে আমরা কি দেখছি। আমার কাছে সব খবর আছে। তারা রাজনীতিতে আসে শুধু লুটপাট করার জন্য। কিন্তু আমাদের যিনি অভিভাবক, কারোর ক্ষমতা নেই উল্টোপাল্টা চলার। কারণ আমাদের মূল মন্ত্র হচ্ছে সেবাই সংগঠন। মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। এই চিন্তাধারায় আমাদের সরকার কাজ করছে, আমাদের পার্টি কাজ করছে।একের পর জনজাতি এলাকায় সমাবেশ করছেন মুখ্যমন্ত্রী।এ আয়োজনে দলে যোগদান অব্যাহত!

দুই দ্বিবসীয় মিডিয়া ওয়ার্কশপ এর আয়োজনে টিডবলুজেএ

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি।। *ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এসোসিয়েশানের দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন এবং রাজ্যের সমস্ত সংবাদ কর্মী দের জন্যে ১৪ এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী দুদিন ব্যাপী একটি মিডিয়া ওয়ার্ক শপ এর আয়োজন করা হয়েছে রাজধানী স্থিত শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসনে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১১ টায় রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহার হাত ধরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হবে। অতিথি মঞ্চ অলংকৃত করবেন রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য শ্রম মন্ত্রী টিংকু রায়। থাকবেন সংগঠনের সভাপতি, সম্পাদক সহ অন্যান্যরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরপরই শুরু হবে শিক্ষামূলক কর্মশালা। ১৫ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে দ্বিবার্ষিক সম্মেলন সহ পরবর্তী দুই বছরের জন্যে কমিটি গঠন। দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রাম প্রসাদ পাল ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য। জেলা ও মহকুমা স্তর থেকে আগত সাংবাদিক দের জন্যে রাত্রিযাপন ও আহারের সুবন্দোবস্ত ও রাখা হয়েছে। এই শিক্ষা মূলক কর্মশালায় রাজ্যের প্রতিটি মহকুমা স্তরের সাংবাদিক দের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।*

উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা বিভিন্ন রাজ্যের কাছে পথপ্রদর্শক হয়ে উঠছে: মুখ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি।। উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা বিভিন্ন রাজ্যের কাছে পথপ্রদর্শক হয়ে উঠছে। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা, শান্তি সম্প্রীতির বাতাবরণের জন্য তা সম্ভব হয়েছে। রাজ্য সরকার কাজের ক্ষেত্রে সবসময় চেষ্টা করে ভালো কাজ করার জন্য। রাজ্যে শিল্প উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিশেষ নীতি গ্রহণ করেছে। আজ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ ট্রান্সফরমেশন ওয়ার রুমে স্ট্র্যাটেজিক অ্যাপ্রোজ টু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টের রোডম্যাপ পুস্তকের প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে শিল্প উন্নয়নে এই রোডম্যাপ গ্রহণের ফলে রাজ্যে দীর্ঘমেয়াদী শিল্প উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। এই রোডম্যাপ রাজ্যকে আঞ্চলিক বাণিজ্য ও উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলবে। রাজ্যে শিল্প উন্নয়নে রাবার, বাঁশ ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভিশন ডকুমেন্ট কর্মসূচি রূপায়ণে ত্রিপুরা দেশের অনেক রাজ্য থেকে অনেকটাই এগিয়ে। রাজ্যগুলি দ্রুত উন্নতি হলেই দেশও উন্নত হবে। বর্তমানে রাজ্যের বাইরের অনেক বিনিয়োগকারী রাজ্যে শিল্প স্থাপনে উৎসাহ দেখাচ্ছে। ত্রিপুরায় শিল্প উন্নয়নে গৃহীত এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের রোডম্যাপ রাজ্যে বিনিয়োগে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের এই সহায়তা নতুন ত্রিপুরা গঠনে অনেকটাই সহায়ক হবে। এই সহায়তা রাজ্যের জন্য একটা বড় প্রাপ্তি। রাজ্যে উপলব্ধ কাঁচামাল ও মানব সম্পদকে ব্যবহার করে রাজ্য সরকার শিল্প উন্নয়নে দ্রুত এগিয়ে যেতে চায়। অনুষ্ঠানে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের কান্ট্রি ডাইরেক্টর মিউ-ওকা বলেন, শিল্প উন্নয়নে এধরণের রোডম্যাপ বিকশিত ভারত গঠনে অনেকটা সহায়ক হবে। এছাড়াও তিনি স্ট্রেটেজিক অ্যাপ্রোজ টু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টের উপর রোডম্যাপ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি রাজ্যের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রশংসা করেন। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ও বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা ড. দীপক কুমার ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের অন্যান্য আধিকারিকগণ।

বামেদের ডাকা ধর্মঘট কে ঘিরে ত্রিপুরায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি।। *ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের ডাকে ১২ই ফেব্রুয়ারী দেশ ব্যাপী ২৪ ঘন্টার ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছিল। টানা কয়েক সপ্তাহ যাবত এই ধর্মঘট কে সফল করার ডাক দিয়ে দেশ এর বিভিন্ন রাজ্যের পাশপাশি ত্রিপুরা তেও বামপন্থিরা হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খেটেছেন। বাড়ি বাড়ি লিফলেট বিলি থেকে শুরু করে মিছিল সভা সব কিছুই করেছেন। কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা আঁখেরে কতটা সফল হল, সেটাই হচ্ছে বড় প্রশ্ন। ১২ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সকাল সকাল ধর্মঘট সফল করার ডাক দিয়ে রাজধানী সহ সাড়া রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় পিকেটিং এ বেড়িয়ে পরেন বামপন্থিরা। উল্লেখযোগ্য ভাবে এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার নিজে পিকেটিং এ যোগ দিয়েছেন। সঙ্গে ছিলেন বিরোধী দলনেতা ও। কৃষি ও শ্রমজীবী মানুষের রুজি রুটি তে কুঠারাঘাত করে চলেছে বিজেপি সরকার। এই অভিযোগ তুলে ধরে তাদের কে ধর্মঘট সফল করার ডাক দিয়েছিলেন বামেরা। সেই মোতাবেক এদিন সকাল সকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দোকান পাঠ বন্ধ ছিল। যান চলাচল ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল তুলনামূলক ভাবে কম। কিন্তু এর পরেই মাঠে নামে বিজেপির দলীয় কর্মীরা। রাজধানীর মেলারমাঠ সিপিআইএম এর পার্টি অফিস এর সামনে গিয়ে রীতিমত বিক্ষোভ দেখায় তারা এবং এই বনধ কে কর্মনাশা বনধ আখ্যা দিয়ে সকল কে দোকান খুলতে আহ্বান জানান। কিছু কিছু কর্মীরা জোরপূর্বক দোকান খুলিয়ে ও ছেন। আবার একই দিনে কিছু কিছু মহকুমায় এই বনধ সম্পূর্ণ ভাবে সফল হতেও দেখা গেছে। কৈলাশহর তার মধ্যে অন্যতম। বাম কর্মীদের সুদীর্ঘ মিছিল এবং এই বনধ কে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দেখে কিছুটা ভীত কেঁপে উঠেছে বিজেপির ও, এমনটাও গুঞ্জন ছিল সারাদিন। তবে একই ভাবে বিশালগড়, চড়িলাম, উদয়পুর ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকায় বনধ এর প্রভাব একেবারেই পরেনি। যদিও বিরোধী শিবির দাবী করেছেন যে রাজ্যের শ্রমজীবী ও কৃষি জীবী মানুষ এই বনধ কে সর্বতোভাবে সফল করেছেন। এদিকে বিজেপি দলীয় নেতৃত্ব সহ খোদ মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন যে এই বনধ ফ্লপ। কোনো মানুষ এই কর্মনাশা বনধ কে সমর্থন করেনি। বলা যেতে পারে বামপন্থী শ্রমজীবী সংগঠন গুলোর যৌথ উদ্যোগে ডাকা এই বনধ রাজ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।*

আইন কানুন কে বুড়ো আঙ্গল দেখিয়ে বহাল তবীয়তে বাল্য বিবাহ

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি।। প্রতিনিয়ত বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে প্রশাসন ও শিশু সুরক্ষা কমিশন বিভিন্ন সচেতন বার্তা প্রেরণ করা সত্ত্বেও কিছু কিছু অভিভাবক নিজেদের মন মর্জি চালিয়ে অপ্রাপ্ত বয়স্কা শিশু কন্যা দের জোর পূর্বক বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাপ সৃষ্টি করছে। তাদের না আছে আইনের ভয় না আছে নিজের মেয়েকে নিয়ে কোনো পরোয়া। অন্যদিকে কিছু কিছু অল্প বয়সী প্রেমিক যুগল না বুঝে শুনে অসময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও তাদের কেউ প্রশ্রয় দিচ্ছে মা বাবা। এমনি এক ঘটনার সাক্ষী রইলো খোয়াই মহকুমা। ঘটনার বিবরণে জানা যায় খোয়াই থানার অন্তর্গত ছোট বাগাই চিত্তরঞ্জন দাশের নাবালক ছেলে সঞ্জয় দাস বয়স ১৭ কৃষ্ণপুর এলাকার ১৫ বছর ১০ মাস ২১ দিন বয়সের একটি নাবালিকা মেয়েকে বিয়ে করে গত দুই মাস ধরে সংসার পেতে বসেছে ছোট বাগাই নিজ বাড়িতে। এই ঘটনাটি যখন চাইল্ড হেল্প লাইন জানতে পারে তখন ওই মেয়েটিকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন তারা। যথারীতি শুক্রবার মেয়েটির পরিবারের অভিভাবক এবং ছেলেটির পরিবারের অভিভাবক চিত্তরঞ্জন দাস এবং তার মা রিনা শব্দ কর দাস কে ছেলেমেয়েদের নির্ধারিত কাগজপত্র নিয়ে অফিসে আসার জন্য জানানো হয়েছে। সব থেকে আশ্চর্য্যের বিষয় সরকার যেখানে বারবার বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে, সরকারি নিয়ম নীতিতে না মেনে সঞ্জয় দাসের পিতা চিত্তরঞ্জন দাস নিজের বাড়িতে নাবালক ছেলে মেয়েদের রেখে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন। এখন দেখার বিষয় পুলিশ প্রশাসন এবং চাইল্ড লাইন অভিভাবকদের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। গোটা বিষয়টি নিয়ে চাইল্ড হেল্প লাইন এর কাউন্সিলর অপূর্ব ঘোষ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। আশ্বস্ত করা হয়েছে এই বিষয় গুলো আরও কঠিন ভাবে দেখবে প্রশাসন।

বনধের বিরোধিতায় রাস্তায় নামে বিজেপি

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি।। *ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা বনধের বিরোধিতায় রাস্তায় নামে বিজেপি। এদিন বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা সিপিআইএমের রাজ্য পার্টি অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখে পুলিশ। এক বিজেপি কর্মীর অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে অচল করে দিতেই বারবার বনধ ডাকা হচ্ছে। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জরুরি পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। তিনি আরও বলেন, গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিবাদের অধিকার আছে, কিন্তু বনধ ডেকে সাধারণ মানুষের উপর চাপ সৃষ্টি করা অনৈতিক। বিজেপি ভবিষ্যতেও বনধের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ চালিয়ে যাবে বলে জানানো হয়। অন্যদিকে, পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, সে জন্য পুলিশ প্রশাসন আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।*

তেলিয়ামুড়ায় প্রতিবেশী মহিলার উপর হামলা ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ, গ্রেফতার এক

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি।। ৯ ফেব্রুয়ারি তেলিয়ামুড়া থানাধীন কালিটিলা এলাকায় পাশ্ববর্তী বাড়ির এক মহিলার সঙ্গে বিবাদের জেরে মারধর ও শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার পরপর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগ মূলে তদন্তে নেমে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত যুবকের নাম সুকমল রায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কোনো একটি বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটির জেরে সুকমল রায় তার পাশের বাড়ির এক মহিলার সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, ওই সময় সুকমল রায় উত্তেজিত হয়ে মহিলার উপর হামলা চালায় এবং লোহার রড দিয়ে তার উপর প্রাণঘাতী আঘাত করে। এতে মহিলা গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহত মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১২ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার আহত মহিলার তরফ থেকে তেলিয়ামুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৭ নং ধারায় শ্লীলতাহানি ও মারধরের মামলা রুজু করে অভিযুক্ত সুকমল রায়কে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে তেলিয়ামুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ জয়ন্ত কুমার দে জানান, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে এবং আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

'বনধের রাজনীতি এখন আর চলে না' দেশব্যাপী ধর্মঘট প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটকে ঘিরে রাজ্যের কোথাও প্রভাব পড়েনি বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। তাঁর কথায়, বনধের রাজনীতি এখন আর চলে না। রাজ্যে জনজীবন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে। আজ ধর্মঘট প্রসঙ্গে নিজের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এদিন রাজ্যের কোনও জেলাতেই বনধের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বাজার-দোকানপাট স্বাভাবিকভাবে খোলা ছিল বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বাম দলগুলিকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বনধের ডাক দিতে দিতে বামেরা সাধারণ মানুষকে বিপাকে ফেলেছে, অথচ নিজেরা বহাল তবিয়তেই থেকেছে। খেটে খাওয়া মানুষের কথা বললেও আদতে তারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থই দেখেছে। তাঁর অভিযোগ, বাম শাসনামলে রাজ্যের বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং শিল্পোন্নয়ন

ব্যাহত হয়েছিল। ত্রিপুরায় একসময় প্রচুর কারখানা ছিল, সেগুলি কমিউনিস্টরাই বন্ধ করেছে বলে দাবি করেন তিনি। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, বাম সরকার গরিব ও জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি। বামেরা গরীবদেরকে গরীবই বানিয়ে রেখেছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসল অর্থে গরিবদের কথা চিন্তা করেছেন। জনজাতিদের চিন্তা করেনি কমিউনিস্টরা, বর্তমান বিজেপি সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে একের পর এক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উন্নয়নে কাজ করছে বলে তিনি জানান। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বামেরা আর মানুষকে বিভ্রান্ত করে বোকা বানাতে পারবে না। পুরনো রাজনৈতিক কৌশল এখন আর জনগণ গ্রহণ করছে না। সব মিলিয়ে দেশব্যাপী ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে রাজ্যে কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি বলেই দাবি মুখ্যমন্ত্রীর।

অবিচল লক্ষ্যে স্বাস্থ্য দফতর আগামীর পরিকল্পনায় জোর

খবরে প্রতিবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি।। সময়োপযোগী পদক্ষেপ, সঠিক পরিকল্পনা আর লক্ষ্যবস্তু, সম্প্রদায়-চালিত পদ্ধতি এই ব্যবধানগুলো পূরণ করতে, সব জেলাকেই টেকসই স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের আরও কাছে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে। তারজন্য ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।গোমতী জেলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সূচকে ঘাটতি রয়ে গেছে।তাই এনএফএইচএস-৫ তথ্য কেন্দ্রীভূত হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে।ত্রিপুরার গোমতী জেলার জন্য সর্বশেষ জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য জরিপ তথ্য জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন এবং পরিবার পরিকল্পনায় অগ্রগতি এবং অবিরাম চ্যালেঞ্জের একটি মিশ্র চিত্র উপস্থাপন করে। যদিও জেলাটি কিছু মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং সচেতনতা সূচকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে, বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক তাৎক্ষণিক নীতিগত মনোযোগ এবং সম্প্রদায়-স্তরের পদক্ষেপের দাবি করে।প্রতিবেদন অনুসারে, উন্নত পানীয় জলের অ্যাক্সেস প্রশংসনীয় ৮৭.৭ শতাংশ এবং ৭৭.৪ শতাংশ পরিবার উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা ব্যবহার করে। তবে, মাত্র ৪৭.৭ শতাংশ পরিবার রান্নার জন্য পরিষ্কার জ্বালানি ব্যবহার করে, যা জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশকে - বিশেষ করে নারী ও শিশুরা - ক্ষতিকারক অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণের শিকার করে। এটি প্রত্যন্ত এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এলাকায় এলপিজি এবং বিকল্প পরিষ্কার শক্তির প্রচারকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।শিক্ষা এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে, তথ্য থেকে জানা যায় যে ১৫-৪৯ বছর বয়সী ৭৭.২ শতাংশ নারী শিক্ষিত। তবুও, মাত্র ২২.৮ শতাংশ ১০ বছর বা তার বেশি বছর স্কুলে পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন। বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে কম শিক্ষাগত যোগ্যতা সরাসরি স্বাস্থ্য সচেতনতা, প্রজনন পছন্দ এবং কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করে, যা মাধ্যমিক শিক্ষায় মেয়েদের ধরে রাখার গুরুত্বকে তুলে ধরে।পরিবার পরিকল্পনা সূচকগুলি আরও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে ৬৫.৫ শতাংশ কোনও না কোনও ধরণের গর্ভনিরোধক ব্যবহার করলেও, মহিলাদের বন্ধ্যাকরণের উপর নির্ভরতা ৪৮.৭ শতাংশ অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বেশি, যেখানে কনডম ২.২ শতাংশ এবং ইনজেকশন ০ শতাংশ এর মতো ব্যবধান পদ্ধতির ব্যবহার নগণ্য। পরিবার পরিকল্পনার অপূরণীয় চাহিদা ১২.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী এখনও উপযুক্ত এবং অবহিত প্রজনন স্বাস্থ্য পরিষেবার অ্যাক্সেসের অভাব রয়েছে।স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রচারও সীমিত বলে মনে হচ্ছে, কারণ মাত্র ১৩.১ শতাংশ মহিলা অ-ব্যবহারকারীকে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে।মাতৃস্বাস্থ্যসেবা সূচকগুলো আংশিক অগ্রগতি দেখায় তবে পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রেও ঘাটতি প্রকাশ করে। প্রথম ত্রৈমাসিকে মাত্র ৫৪ শতাংশ মা প্রসবপূর্ব পরীক্ষা করিয়েছেন এবং মাত্র ৪০.৬ শতাংশ চার বা তার বেশি এএনসি পরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন। যদিও ৯১.৭ শতাংশ মা নবজাতক টিটেনাসের বিরুদ্ধে সুরক্ষা পেয়েছেন, তবুও প্রস্তাবিত সময়কালের জন্য আয়রন এবং ফলিক অ্যাসিড গ্রহণ কম রয়েছে, যা রক্তাল্পতা এবং গর্ভাবস্থা-সম্পর্কিত জটিলতার ঝুঁকি বাড়ায়।জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জোর দিয়ে বলেছেন যে এই ফলাফলগুলোকে কেবল পরিসংখ্যানের পরিবর্তে সংশোধনমূলক পদক্ষেপের জন্য একটি রোডম্যাপ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। সামনের সারির স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্পৃক্ততা জোরদার করা, ব্যবধান পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, গর্ভবতী মায়েদের জন্য পুষ্টি সহায়তা উন্নত করা এবং পরিষ্কার জ্বালানি এবং স্যানিটেশনের সর্বজনীন অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।গোমতী জেলার এনএফএউচএস-৫ তথ্য স্পষ্টভাবে দেখায় যে অবকাঠামো উন্নত হলেও আচরণগত পরিবর্তন এবং পরিষেবার মান এখন অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751